

জুইলা যাবি অঙ্গারের মতন।

জনাব ঢাকাইয়া ইতিহাস থেকে হিন্দুদের ওপরে মুসলমানের অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরছেন ভিন্নমতে। যেহেতু আমাদের সমাজ এখন বিভিন্ন ধরনের বর্বর-নিয়ন্ত্রিত, তাই এই অতি-সংবেদনশীল বিষয়ের ওপরে লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত সুক্ষ্ম এক ভারসাম্য বজায় রাখা খুব দরকারী বলে আমি মনে করি। একটু এদিক ওদিক হলেই ওই খুনী-বর্বর নেতারা লেখকের দেয়া তথ্যকে সাম্প্রদায়িক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে, যা কোন লেখক-গবেষক নিশ্চয়ই চান না। ওই বর্বররা বই-পত্র মোটে পড়েই না, ইতিহাসে সত্যও জানে না। সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের জন্য তাই ওদের দরকার গবেষক-লেখকের বিশ্লেষণ থেকে সুবিধে মত তথ্যটা তুলে নিয়ে জনগণের ধর্মানুভূতিকে উত্তেজিত করে কেয়ামত ঘটানো। সময়ের সাথে সাথে সম্প্রতি ওরা হয়েছে অকল্পনীয় রকমের ধূর্ত, ওরা বুঝে গেছে যে গবেষক-লেখকের জন্য বসে না থেকে নিজেদের সমর্থনে গবেষক-লেখকের জন্য দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই হাজার বছর পর হঠাৎ করে পাওয়া গেল, মসজিদ বানানোর জন্য মুসলমানেরা সারা ভুভারতে আর কোন জায়গা পান নি, রাম-জন্মের ওই কয়েক বর্গগজটাই বেছে নিয়েছেন। শত-পৃষ্ঠার এক ঘর্মান্ত্র গবেষণায় পাওয়া গেল, তাজমহলটা আসলে এক মন্দিরের ওপরে বানানো হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতিহাসে হেন ব্যাপার নেই যাতে বিতর্ক নেই। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে মোক্ষ-সত্য যাচাই করা একেবারেই অসম্ভব। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম জনগণ এবং রাজা-প্রজার হাজার বছরের সমান্তরাল ইতিহাস বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। সেখানে রক্তস্রোতের সত্য আছে, আত্মত্যাগের সত্য আছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের, রাজার সাথে রাজার, মুসলমান রাজার সাথে হিন্দু প্রজার, হিন্দু রাজার সাথে মুসলমান প্রজার পারস্পরিক হিংস্রতা ও সহমর্মিতার এ এক আশ্চর্য্য সমাহার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এমন কোন উপাদান নেই যা আসমুদ্র হিমাচলের এই বিশাল জনগোষ্ঠিতে অনুপস্থিত। তাই, আমরা যে কারো ওপরে যে কারো অত্যাচারের অসংখ্য উদাহরণ দেখাতে পারি। আবার, যে কারো জন্য যে কারো আত্মত্যাগেরও অসংখ্য উদাহরণ দেখাতে পারি। ইতিহাসের বিশাল বিপুল ডলার-ষ্টোরে আমরা যা চাইব তা-ই পাব। কিন্তু, - “কোনটা আসল কোনটা মেকি, কেউ কোনদিন জানবে সে কি?”

হিন্দুর ওপরে মুসলমান রাজা-প্রজার বা মুসলমানের ওপরে হিন্দু রাজা-প্রজার কিছু অত্যাচার আছেই। কিন্তু ইতিহাসে হযরত শাহ জালালও আছেন, যিনি গৌড় গোবিন্দের মত অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করেও ক্ষমা করেছিলেন, নিষ্ঠুর রাজা আচক নারায়ণকে পালাতে দিয়েছিলেন। আরও অনেক উদাহরণ আছে ইতিহাসে, বিশেষ করে শৈলেশ বন্দোপাধ্যায়ের “দাঙ্গার ইতিহাস” বইতে। বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন ভিন্ন ধর্মের অজানা অচেনা মানুষকে বাঁচাতে। অত্যাচারের ইতিহাস যদি সত্যও হয় তবু সে সত্যের অস্ত্র আমরা আজকের গোলাম আজম - মত্যানিজামী বা নরেন্দ্র মোদীদেব হাতে তুলে দেব না। তুলে দিলে যে আগুন জ্বলবে তাতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে আমাদেরই মা-বাবা ভাই-বোন, সে আগুন থামানোর ক্ষমতা ভিন্নমতের লেখকদের নেই। তাই, সে বিষাক্ত সত্য অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যাক চিরতরে, মরে যাক চিরতরে, আর কখনো যেন সে রাক্ষসের মুখ আমাদের না দেখতে হয়। এটা ব্যক্তিগত জীবনেও সত্য, সামাজিক জীবনেও সত্য। আমাদের মধ্যে যদি কেউ থাকে পরকীয়ার ফসল, সে নাই বা জানল তার জন্মের ইতিহাস, কাটাক সে তার জীবন অন্য সবার মত নির্মল আনন্দে হেসে খেলে। জীবনের চেয়ে সত্য বড় নয়, কারণ আমরা আপেক্ষিক সৃষ্টি। আপেক্ষিক সৃষ্টি হিসেবে পরম সত্যের খোঁজ আমরা কোনদিনই পাব না। আমাদের ধরে নেয়া সত্য আসলেই বিশ্বাস মাত্র, সে বিশ্বাসের মূল্যে জীবনের ক্ষতি করা ঠিক নয়। জীবনের সব সত্য

জানতে নেই, কিছু সত্যকে মাটিচাপা দিতে হয়। কারণঃ-

“সত্য সত্য” করিস না রে মন,
এমন সত্য আছে ভবে,
হাত লাগাইলে বুঝবি তবে,
জ্বইলা যাবি অঙ্গারের মতন.....

(নুরু বয়াতি - “আগনের গ্রহন” - সা’দ কামালী থেকে, হুবহু উদ্ধৃতি নয়)

ফতেমোল্লা

২৮ অক্টোবর, ৩২ মুক্তিসন।